ভারতে সুস্থর সংখ্যা ১০ লক্ষ ছাড়াল

বাংলার করোনা লড়াইয়ে ভরসা রাখছে কেন্দ্র

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : একদিকে দেশে করোনা আক্রান্ত নতুন রোগীর সংখ্যা প্রতিদিনই নতুন রেকর্ড করছে। অন্যদিকে রাজ্যেও সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুত গতিতেই। কিন্তু তারই মধ্যে ভারসা জুগিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তথ্য এবং বাংলা নিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণও। দেশে করোনা সংক্রমণ থেকে সুস্থ হওয়ার রোগীর সংখ্যা বৃহস্পতিবার ১০ লক্ষ পার করে গিয়েছে। আর এই হিসেবকে মাথায় রেখেই তারা চলতে চান বলেই জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক রাজেশ ভূষণ। সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারবে বলেই আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে ভূষণ বলেছেন, "ভারতে বর্তমানে আসলে ৫ লক্ষ ২৮ হাজার ২৪২ জন করোনা রোগী চিকিৎসাধীন। সেটাই পুনরাবৃত্তি করতে চাই। ঐতিহাসিক সংখ্যা ১৫ লক্ষের বেশি সেটা নয়। কারণ তার মধ্যে করোনা থেকে সুস্থ হওয়া ১০ লক্ষ রয়েছে।" এদিন সকালেই মন্ত্রকের তরফ থেকে জারি করা করোনা পরিসংখ্যানে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে ৫২ হাজার ১২৩ জন আক্রান্ত হয়েছে এবং ৭৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলেই জানানো হয়েছিল। এদিকে, বাংলায় করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে। সেই বিষয়ে কেন্দ্র সরকারের কী ভাবনা চিন্তা সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ভূষণ জানান, "পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছি। কেন্দ্র-রাজ্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের মধ্যে পর্যালোচনা হয়েছে। যেখানে বিশদে সবকিছু আলোচনা হয়েছে। তথ্য আদান প্রদানও হয়েছে। রাজ্যকে লিখিতভাবে সবকিছু জানানো হয়েছে। যেভাবে আমরা পরামর্শ দিয়েছি, যা যা করতে বলেছি তা পালন করলে পশ্চিমবঙ্গ পরিস্থিতি সামলাতে পারবে বলেই আশা করছি।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আজ শুক্রবারই রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় দল বাংলায় যাচ্ছেন।

এদিকে, এদিনের রেকর্ড ভাঙা সংক্রমণের পরে স্বাভাবিকভাবেই ভারতে করোনার গোষ্ঠী সংক্রমণ হওয়ার বিষয় নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। যদিও স্বাস্থ্যমন্ত্রক সেই সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছে। ভারতে গোষ্ঠী সংক্রমণ হয়নি দাবি করে ভূষণ জানিয়েছেন, "ভারতে সংক্রমণ স্থানীয় স্তরে রয়েছে, গোষ্ঠী সংক্রমণ স্তরে নয়। দেশের ৫০টি জেলাতেই মোট করোনা সংক্রমণের ৮০ শতাংশ রয়েছে। অর্থাৎ বাকি জেলাগুলিতে সেই সংখ্যা অনেক কম এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ১৩৮ কোটি জনসংখ্যার এত বড় দেশের ৭৪০টি জেলার মধ্যে মাত্র ৫০টি জেলায় ৮০ শতাংশ সংক্রমণের জন্য দায়ী হলে সেটাকে কীভাবে গোষ্ঠী সংক্রমণ বলা চলে। আবার যারা সংক্রমিত হচ্ছেন তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশই ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জানতে পেরে যাচ্ছেন যে তারা কোথা থেকে সংক্রমিত হয়েছেন।"

প্রেমপত্র পেয়েছি, বললেন গেহলট

১৪ আগস্ট রাজস্থান বিধানসভার অধিবেশন

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি : ম্যাচ শেষ। অশোক গেহলট বা শচীন পাইলট নন। শেষ পর্যন্ত জিতলেন রাজস্থান রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্র। আস্থাভোটে যাবেন কিনা, তা পরিস্কার করে না বলায় নিয়ম মেনে একুশ দিনের নোটিস দিয়ে ১৪ আগস্ট থেকে বিধানসভার পঞ্চম অধিবেশন ডাকলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট ও রাজস্থান প্রদেশ নেতৃত্বের উপর বিক্ষোভ দেখিয়ে ১৮ বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে 'জেহাদ' ঘোষণা প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শচীন পাইলটের। তাঁদের বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার অভিযোগ অশোক গেহলট ও কংগ্রেসের। এরপর নানা চাপানউতোর। দ্রুত বিধানসভার অধিবেশন ডাকতে চেয়ে তিনবার রাজ্যপালকে চিঠি গেহলটের। বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে প্রত্যেকবারই তা প্রত্যাখ্যান রাজ্যপালের। তাঁর স্পষ্ট কথা। হয় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে যেভাবে আস্থাভোটে জেতার কথা বলছেন গেহলট, চিঠিতে তার উল্লেখ করুন। অথবা একুশ দিনের নোটিস দিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। অবশেষে হল সেটাই। তবু 'মচকাতে' রাজি নন 'বৃদ্ধ রাজপুত'। এদিন তিনি রাজ্যপালের জবাবকে 'প্রেমপত্র' বলে উল্লেখ করে সাংবাদিকদের বলেন, "এতদিন প্রথা মেনে সরকার রাজ্যপালকে অধিবেশন শুরুর প্রস্তাব দিত। রাজ্যপাল তাতে সম্মতি জানিয়ে বিধানসভায় পাঠিয়ে দিতেন। এখন আবার রাজ্যপাল সেই প্রস্তাবে আপত্তিও দেখাচ্ছেন। যাই হোক আজ ছ'পাতার প্রেমপত্র পেলাম। দ্রুত ক্যাবিনেট বৈঠক ডেকে তার জবাব দিয়ে দেব।" পাশাপাশি কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি শচীন পাইলটকে। নাম না করে বলেন, "প্রথমে ঘোড়া কেনাবেচা হচ্ছিল দশ কোটি টাকায়। পরে তা বেড়ে হয় পনেরো। অধিবেশনের দিন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর তো এখন তা লাগামহীন হয়ে গেল। আর কার ইন্ধনে তা হচ্ছে, সে তো সবারই জানা।" যদিও বাকি ১৮ বিধায়কের মন জেতার একটা চেষ্টাও করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন, "যে বিক্ষুব্ধ বিধায়করা কংগ্রেসের প্রতীকে নির্বাচন জিতেছেন, তাঁদের বলব আপনারা অধিবেশনে যোগ দিন। যা করেছেন সেসব ভুলে আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব। আপনাদের যাতে নিজেদের এলাকায় গিয়ে কাজ করতে সমস্যা না হয়, তা দেখার দায়িত্ব আমার।" তাঁদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তা প্রসঙ্গে এদিন মুখ খুলেছেন শচীন ঘনিষ্ঠ এক বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস বিধায়ক। নাম প্রকাশ করা যাবে না, এই শর্তে এক সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, "আমরা তো অধিবেশনে যোগ দেবই। তবে মানেসরের রিসর্ট থেকে কবে জয়পুরে ফিরব, তা এখনও ঠিক করা হয়নি।" মুখ্যমন্ত্রীর সুরেই এদিন রাজ্যপালকে কার্যত চ্যালেঞ্জ করেন রাজস্থান বিধানসভা কংগ্রেসের চিফ হুইপ মহেশ যোশি। বলেন "আমাদের কাছে ১০২ বিধায়কের সমর্থন আছে। তাই আমরা কেন আস্থাভোটে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে যাব? রাজ্যপাল যদি চান, তখন ক্ষমতা দেখিয়ে দেব।" বৃহস্পতিবারই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব নেন গোবিন্দ দোস্তারা। তাঁকে কটাক্ষ করে শচীন বলেন, "আশা করব কোনও পক্ষপাতিত্ব না করে আপনি তৃণমূল স্তরের কর্মীদের যোগ্য সম্মান দেবেন।" পাল্টা দিয়েছেন গোবিন্দও। বলেন, "বিজেপির আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসে এই কথাগুলি বলুন।"

চিন বিরোধিতার বার্তা

মরিশাসের সুপ্রিম কোর্ট ভবন উদ্বোধন মোদির

নয়াদিল্লি : ভারতীয় মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার বার্তা দিতে মরিশাসের নতুন সুপ্রিম কোর্টের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রবিন্দ যুগনাথ। সেখানে দুই দেশের সম্পর্ক আরও দৃঢ় ও বন্ধুত্বপূর্ণ করার পরামর্শ দিয়েছেন দুই রাষ্ট্রের প্রধান। মোদি বলেন, ভারত ও মরিশাস দুই দেশই গণতন্ত্র ও বিচার ব্যবস্থার উপর পূর্ণ আস্থা রাখে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত-মরিশাস বন্ধুত্ব চিন বিরোধী মঞ্চকে আরও শক্তিশালী করবে বলেই মনে করছেন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। এদিন, সুপ্রিম কোর্টের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী মোদি করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য মরিশাসবাসীদের ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি দেশের নিরাপত্তার বিষয়টিও উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, ভারত মহাসাগরে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা আরও বাড়ানো প্রয়োজন। এই মরিশাসেই তিনি প্রথম সমুদ্র সুরক্ষা ও সামগ্রিক নিরাপত্তার কথা বলেছিলেন। কারণ, মরিশাস ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় ভারতের অভিযানের প্রাণকেন্দ্র।

শহিদ তিন সেনা : মণিপুরে মায়ানমার সীমান্তে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ হলেন অসম রাইফেলসের তিন জন জওয়ান। জখম হয়েছেন চার জওয়ান। বুধবার সন্ধ্যায় মণিপুরের চান্দেল জেলার মায়ানমার সীমান্তের কাছে টহলদারির শেষে ফেরার পথে হামলা হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী নং. ১-২০২০

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিশ নং এডিএল-ওয়েলডার- ওএস-টিএন-২০০২১, তারিখঃ ১৫.০৭.২০২০- এর সংশোধনী ই-টেন্ডার-এর টেন্ডার খোলার তারিখ স্থগিত রাখা হয়েছে যা পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে।

ASN-86/2020-21

টেন্ডার নোটিস ওয়েবসাইট ঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www/ireps.gov.in. থেকেও পাওয়া যাবে।

ABBRIDGED TENDER NOTICE
WBIW/SE/WC-I/NIT-3(e)/2020-21

Sealed tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal for 1 (One) nos. of work from bonafide agencies having credential as specified in the e-NIT. Last date of submission of bid (online) will be on 24.08.2020 till 17:00 Hours IST. Other details may be seen in the website www.wbtenders.gov.in and www.wbiwd.gov.in and in the office of the undersigned

Sd/-
Superintending Engineer
Western Circle-I
I & W Dte.

Date Corrigendum

Date of closing for submission of Technical and Financial Bid will be 07.08.2020 up to 18.00 Hrs. (IST) in place of 28.07.2020 up to 18.00 Hrs (IST) for the work of Reconstruction of bituminous road in different wards within Bankura Municipality for Water Supply Scheme under AMRUT vide Tender Reference No. WBMAD/BM/19/2/SL1-6/ AMRUT19-20 with Tender IDs: 2020_MAD_288951_1, 2020_MAD_288951_2, 2020_MAD_288951_3, 2020_MAD_288951_4, 2020_MAD_288951_5, and 2020_MAD_288951_6. The details may be seen at http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Chairperson
Board of Administrators
Bankura Municipality

Abridged 2nd Corrigendum

The Executive Engineer-I, Joynagar Irrigation Division, I&W Dte. has issued 2nd Corrigendum to **e-NIT No - WBIW/EE/JOY/NIT-10(e)/2020-21** on behalf of the Governor of West Bengal for Sl No-9 only.

▶Name of work for the Sl. has been modified.

Other details may be available from the office of the undersigned during office hours on any working days & websites : **www.wbtenders.gov.in** as well as **www.wbiwd.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer-I
Joynagar Irrigation Division
Baruipur, South 24 Parganas.

ফিরে দেখা

জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সোমেন মিত্র। —ফাইল চিত্র

সতীর্থদের সঙ্গে। হাওড়ার একটি সভায়। —ফাইল চিত্র

সোমেনের স্মৃতিচারণায় ভেঙে পড়লেন অধীর

দূতের হাতে শোকবার্তা পাঠালেন সোনিয়া গান্ধী

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি : পদের দিক থেকে হয়তো জাতীয় রাজনীতিতে তিনি সেভাবে কোনও বড় পদে কখনও বসেননি। তবু দলের অভ্যন্তরে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও গ্রহণযোগ্যতা কতোটা, তা বোঝা গেল প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রের প্রয়াণের পর। প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী থেকে সংসদের দুই অধিবেশনের কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরি ও গুলাম নবি আজাদ। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং হোন বা রাজস্থান মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। জাতীয়স্তরের কংগ্রেস নেতারা শোকবার্তা দিলেন 'ছোড়দা'-র পরিবারের উদ্দেশ্যে।

সোমেন মিত্রর স্ত্রী শিখা মিত্র ও পুত্র রোহন মিত্রের জন্য শোকবার্তা পাঠান কংগ্রেস দলনেত্রী সোনিয়া গান্ধী। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত গৌরব গগৈ তা নিয়ে আসেন কলকাতায়। দিল্লি থেকে সরাসরি বিমান না থাকায় গুয়াহাটি হয়ে শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। কংগ্রেস সূত্রের খবর অনুযায়ী, সোমেনের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা সোমেন মিত্রের রাজনৈতিক গুরু প্রণব মুখোপাধ্যায়। নিজের অন্যতম প্রিয় শিষ্যকে শেষ দেখা দেখতে কলকাতা আসতে চাইলেও এতটা ঘুরপথে তাঁকে নিয়ে আসার ঝুঁকি নিতে চায়নি তাঁর পরিবার। গৌরব গগৈয়ের হাতে সোনিয়া শোকবার্তা পাঠালেও স্মরণে এদিন সকালেই টুইট করেন রাহুল। লেখেন, 'সোমেন মিত্রের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আমি রয়েছি। আমরা তাঁকে সবসময় ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব।' লোকসভায় কংগ্রেস দলনেতা ও সোমেন মিত্রের দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা অধীররঞ্জন চৌধুরির ঘনিষ্ঠমহলের দাবি প্রদেশ সভাপতির মৃত্যুর খবরে সব বৈরিতা ভুলে ভেঙে পড়েন বহরমপুরের সাংসদ। পরে টুইটে লেখেন, 'সোমেন মিত্র আর নেই, ভাবতে পারছি না। বাংলার একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। সংগ্রাম করে, প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উনি আমার রাজনৈতিক অভিভাবক, আমাকে জনপ্রতিনিধি করার মূল কারিগর।'

সোমেনের স্ত্রী শিখা মিত্রকে শোকবার্তা পাঠিয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংও। লেখেন, 'দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে উনি অনেকের সম্মান ও ভালবাসা পেয়েছেন। সাতবারের বিধায়ক ও এক দক্ষ সংগঠকের চলে যাওয়ায় বাংলা ও বাংলার জনগণের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।' রাজ্যসভায় কংগ্রেস দলনেতা গুলাম নবি আজাদ বলেন, "আমিও ওঁকে সোমেনদাদা বলে ডাকতাম। সেই যুব কংগ্রেস করার সময় থেকে আমাদের ঘনিষ্ঠতা। প্রায় চার দশক কেটে গেল। উনি একজন সত্যিকারের বাঘ ছিলেন।"

মাঝরাতে আচমকা বন্ধ হল হৃদযন্ত্র

একের পাতার পর

উত্তর কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে শুরু করা দীর্ঘ ছ'দশকের রাজনৈতিক জীবনে অতুলনীয় সাংগঠনিক দক্ষতার স্বীকৃতি পেয়েছেন একাধিকবার। দু'দফায় আট বছর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ছাড়াও বিধানসভা ও লোকসভায় পা রেখেছেন দীর্ঘ সময়। নকশাল আমলের সন্ত্রাসের মধ্যে ডাকাবুকো মেজাজে কংগ্রেসি রাজনীতি করেছেন বুক চিতিয়ে। কার্যত একসময় প্রিয়-সোমেন-সুব্রত, এই তিন তরুণ তুর্কির দৌলতে বাংলার ছাত্র ও যুবদের কাছে ফের গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল কংগ্রেস।

আচমকাই বুধবার গভীর রাতে সব শেষ। বঙ্গ রাজনীতির বর্ণময় এই চরিত্রের চলে যাওয়ার খবর পেয়েই শোকে ডুবে যান তাঁর দীর্ঘদিনের সাথি ও কংগ্রেস কর্মীরা। শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। শোকবার্তায় তিনি জানান, 'পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সোমেন্দ্রনাথ মিত্রের মৃত্যুতে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ ও শিয়ালদহ কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক ছিলেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই নেতার সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয় ও হৃদ্যতা ছিল। তাঁর মৃত্যুতে রাজনৈতিক জগতে অপূরণীয় ক্ষতি হল। আমি সোমেন্দ্রনাথ মিত্রের পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।' সোমেনবাবুর মৃত্যুতে শোক জানিয়ে টুইট করেছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেছেন, "জোট রাজনীতির কারিগর ছিলেন সোমেন মিত্র। তাঁর চলে যাওয়া বাংলার রাজনীতিতে অপূরণীয় ক্ষতি।" শোক প্রকাশ করেছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বলেন, "তাঁর চলে যাওয়া রাজনৈতিক অধ্যায়ের শেষ। বাংলার রাজনীতির অভিভাবকতুল্য ছিলেন।" শোক জানান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়।

১৯৭২ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে প্রথম শিয়ালদহ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। টানা সাতবার এই কেন্দ্র থেকে জিতেছেন তিনি। নেতৃত্বের সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে ২০০৮ সালে কংগ্রেস ছেড়ে 'প্রগতিশীল ইন্দিরা কংগ্রেস' নামে নতুন দল তৈরি করেন। ২০০৯ সালে তৃণমূলের টিকিটে ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্র থেকে জিতে সংসদে পা রাখেন। ২০১৪ সালে ফের কংগ্রেসে ফিরে আসেন। ২০১৮-তে তাঁর কাঁধে প্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্বভার তুলে দেয় হাইকমান্ড। যদিও তার আগে ১৯৯২ থেকে টানা ছ'বছর প্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি।

সোমেন মিত্রর চলে যাওয়ার খবর রটতেই হাসপাতাল, বিধান ভবন ও তাঁর পৈতৃক বাসভবন তথা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সদর দফতর ৪৫ আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে ভিড় জমাতে শুরু করেন অনুগামীরা। হাজির হন দলমত নির্বিশেষে ডান-বাম রাজনীতির শীর্ষ নেতৃত্ব। শ্রদ্ধা জানাতে হাজির হন রাজ্যের মন্ত্রী ও একসময়ে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোদ্ধা, বর্ষীয়ান নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র, বিজেপি নেতা মুকুল রায়। সাংসদ শান্তনু সেন বিধানভবনে পৌঁছন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোকবার্তা নিয়ে। শ্মশানে গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান স্বপন (বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাসপাতাল থেকে এদিন প্রথমে প্রদেশ সভাপতির মরদেহ নিয়ে আসা হয় দলীয় রাজ্য কার্যালয় বিধানভবনে। সেখানে অসংখ্য অনুগামী তাঁদের প্রিয় 'ছোড়দা'-কে শেষ শ্রদ্ধা জানান। ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বও। সেখান থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বিধানসভায়। সেখানে দলমত নির্বিশেষে বিধায়ক ও বিধানসভার কর্মীরা শ্রদ্ধা জানান। এরপর বর্তমান বাসভবন ৩ নং লোয়ার রডন স্ট্রিট হয়ে আদি বাড়ি ৪৫ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রিট। ছোড়দাকে শেষ দেখা দেখতে মানুষের ঢল নেমেছিল সেখানে। প্রয়াত নেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে এদিন পুষ্পস্তবক নিয়ে বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদই বিধানসভায় পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভায় আসেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মাও। কিন্তু ২০ মিনিটেরও বেশি অপেক্ষা করার পর মুখ্যমন্ত্রী জানতে পারেন প্রয়াত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির মরদেহ বিধানসভায় আসতে আরও ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে। এদিকে নবান্নে প্রশাসনিক জরুরি কাজ থাকায় আর থাকতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী। দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধাকে শেষ দেখা না দেখেই চলে যেতে হয়। প্রাক্তন সতীর্থের মরদেহ যেখানে রাখা হবে, সেখানেই পুষ্পস্তবক রেখে দিয়ে নবান্নের উদ্দেশে বেরিয়ে যান। যাওয়ার আগে মন্ত্রিসভার তিন সদস্যকে দায়িত্ব দিয়ে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে বিধানসভায় শাসকদলের হয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন ফিরহাদ হাকিম, নির্মল মাজি এবং তাপস রায়। বিধানসভায় সোমেন মিত্রকে শেষ শ্রদ্ধা জানান বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তীও। বিধানসভায় না গেলেও প্রাক্তন নেতাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে বিধানভবনে এসেছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। স্মৃতিচারণ করে সুব্রত বলেন, "বুক চিতিয়ে রাজনীতি করেছেন। ওঁরই ছত্রছায়ায় আমরা নকশালদের বিরুদ্ধে লড়েছি।" আমহার্স্ট স্ট্রিটের পৈতৃক বাসভবন থেকে এদিন বিকেলে নিমতলা মহাশ্মশানে পৌঁছয় সোমেনবাবুর মরদেহ। সেখানে অসংখ্য অনুরাগী ও গুণমুগ্ধ মানুষের চোখের জলে পঞ্চভূতে বিলীন হন বাংলার কংগ্রেস কর্মীদের একান্ত প্রিয়জন ছোড়দা।

LIC লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া
ভারতীয় জীবন বীমা নিগম
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
খড়্গপুর বিভাগীয় অফিস, মালঞ্চ রোড, খড়্গপুর,
জেলা ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১ ৩০৪
ফোন ঃ ০৩২২২-২৫৩০৮১, ইমেল ঃ os.kharagpur@licindia.com

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এলআইসি অফ ইন্ডিয়া, খড়্গপুর বিভাগীয় অফিস, খড়্গপুরে হাউসকিপিং পরিষেবার জন্য পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা / পূর্ব মেদিনীপুর জেলা / ঝাড়গ্রাম জেলা / কলকাতার অভিজ্ঞ সংস্থা / ফার্ম / এজেন্সিগুলির কাছ থেকে **"দুটি বীড সিস্টেম"**-এর আওতায় মাসিক চুক্তির ভিত্তিতে "জীবন প্রকাশ" খড়্গপুর ও খড়্গপুর বিভাগের অধীনে অন্যান্য শাখা ও উপশাখা অফিসগুলির জন্য সিলড় দরপত্র (ঝাড়ুদার, পাহারা ও তত্ত্বাবধানের জন্য অস্ত্রধারী এবং অস্ত্রহীন গার্ড) আবেদন করছে।

দরপত্রগুলি ২১.০৮.২০২০, দুপুর ৩টে বা তার আগে আমাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। বিশদ জানতে ও দরপত্রের ফর্মের জন্য দয়া করে **www.licindia.in**-এ লগইন করে টেন্ডার অপশনে গিয়ে "হাউসকিপিং-এর জন্য দরপত্র (ঝাড়ুদার, পাহারা ও তত্ত্বাবধানের জন্য অস্ত্রধারী এবং অস্ত্রহীন গার্ড) খড়্গপুর বিভাগ" অংশে ক্লিক করুন। এছাড়া নিম্নলিখিত অফিস থেকে ৩১.০৭.২০২০ থেকে ১৮.০৮.২০২০-র মধ্যে যেকোনও কার্যদিবসে নগদ **১০০০.০০ টাকা** (এক হাজার টাকা মাত্র) প্রদান করে দরপত্রটি পাওয়া যাবে।

এলআইসি অফ ইন্ডিয়া কোনও কারণ নির্ধারণ না করেই সম্পূর্ণ / আংশিকভাবে দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখান করতে পারে।

খড়্গপুর
তারিখ ঃ ৩১.০৭.২০২০ — সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার

সোমেন মিত্র, ৪৫ আমহার্স্ট স্ট্রিট

একের পাতার পর

গোটা বাংলা তখন টালটামাল। চরম অরাজকতা। ক্ষমতাসীন সিপিএম ভেঙে বেরিয়ে আসা নকশালপন্থীদের বাড়বাড়ন্ত। চারদিকে ভাঙচুর, মূর্তি ভাঙা, আগুন লাগানো। পাশাপাশি সশস্ত্র সংঘর্ষ, হানাহানি। চোরাগোপ্তা আক্রমণ, খুনজখম। সোজা কথায়, 'স্ট্রিট ফাইট'। এসবের নার্ভ সেন্টার ছিল মধ্য কলকাতা। সোমেনেরই তালুক। ততদিনে নানা কাজে এলাকার মানুষের কাছের লোক হয়ে উঠেছেন 'ছোড়দা'।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদের তখন 'মেসাইয়া' সোমেনই। তাঁর নির্দেশে পৌঁছে যাচ্ছে লাল-সাদা (পড়ুন বোমের মশলা)। দানা (পাইপগানের গুলি)। সোমেনের এইরকম বাহুবল ও রসদ সাহায্য করাটা তদানীন্তন কমিউনিস্টদের পছন্দ ছিল না। কারও কারও মনে পড়ে যেতে পারে, প্রিভেনটিভ ডিটেনশন আইনে কয়েক দিনের জন্য আটক করা হয়েছিল তাঁকে। এ বছর কলকাতা পুরনির্বাচনে অবশ্য হেরে যান তিনি।

সোমেনের নাম কলকাতার বাইরেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার পতনের পর। বিশেষ করে '৭০ সালে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকাকালীন গোটা রাজ্য তখন রক্তাক্ত। নকশালি উপদ্রব ও হিংস্রতায় তটস্থ সবাই। এ সময় সিদ্ধার্থবাবু নকশাল প্রতিরোধ বাহিনী গড়ার ডাক দেন। নিজে সরাসরি অ্যাকশনে না নামলেও বাংলায় শান্তি ফেরাতে অগ্রণী নেতৃত্বের প্রথম সারিতে এসে পড়েন সোমেন। সত্তরের গোড়ায় সোমেন মিত্রকে মধ্য কলকাতার যুব কংগ্রেসের সভাপতি করেছিলেন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। '৭২ সালে শিয়ালদহ থেকে বিপুল ভোটে জিতে প্রথম এমএলএ হন তিনি। এর পিছনেও হাত দাশমুন্সির। সোমেনকে গুন্ডা ভাবতেন সিদ্ধার্থ। তাই মন্ত্রী করেননি। ফলে সরকারের প্রথম দিন থেকেই তুমুল সিদ্ধার্থ বিরোধী হয়ে ওঠেন তিনি। লক্ষ্মীকান্ত বসু, নুরুল ইসলাম, পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারিদবরণ দাসের মতো ডাকসাইটে নেতাদের নিয়ে একটি পালটা শক্তিশালী গোষ্ঠী তৈরি করেন সোমেন। এভাবেই কাছে এসে যান বরকত গনি খান চৌধুরি, কমল নাথ ও সঞ্জয় গান্ধীর। কার্যত সিদ্ধার্থ রায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন সোমেন মিত্রের চালে। এ সময় সংবাদপত্রে খবরের শিরোনামে ও কার্টুনে চরিত্র হয়ে ওঠেন সোমেন। কংগ্রেস রাজনীতিতে ভেসে ওঠার পরই সোমেন প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে ধরেন ধুতি-পাঞ্জাবি। ততদিনে দেশে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত। ভাগ হয়ে গিয়েছে দল। সঞ্জয়ের টানে সোমেন ইন্দিরার পাশে। সঞ্জয় গান্ধী ১৯৭৮ সালে 'কংগ্রেস যুব ফোরাম' গড়ে পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি করেন সোমেনকে। রাজ্য সংগঠনে এই প্রথম বড় দায়িত্ব পান তিনি। প্রদেশ সভাপতি বরকত সাহেব তখন সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের পাশে। ১৯৭৯ সালে ফেব্রুয়ারিতে অসম যাওয়ার পথে দমদম এয়ারপোর্ট হোটেলে ওঠেন ইন্দিরা। তাঁর সামনেই সোমেন বাহিনী বরকতের চুলের মুঠি ধরে। এই ঘটনায় অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়েন সোমেন। সোমেন ভাবেন, নিজেকে কলকাতার মধ্যে আটকে রাখলে দলের দাদাদের আশ্রিত বা অনুগৃহীত হয়েই দিন কাটাতে হবে। তিনি নিজের আইডেন্টিটি তৈরির লক্ষ্যে নামেন। যুব কংগ্রেসের শিকড় ধরে রাজ্যের প্রতি ব্লকে তিনি গড়ে তোলেন নিজস্ব নেটওয়ার্ক, নিজের লোকজন। এই ফরমুলা সফল হতে তিনি ফের প্রণব ও বরকতের পছন্দের জন হয়ে যান। ১৯৮২ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ২৮ জন যুব কংগ্রেসিকে বিধানসভার টিকিটও পাইয়ে দেন। প্রায় সবাই জিতেও যান। পরের বছর কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে তেমন লোক জোগাড় করতে পারেনি কংগ্রেস। এটা মাথায় ছিল সোমেনের। পরের বছর তিরুপতি থেকে ট্রেনে ফেরার পথে আরও এক যুবনেতা সুখেন্দুশেখর রায়ের পরামর্শে ঠিক করেন, রাজ্যে যুব সম্মেলন করবেন। কলকাতায় এই প্রথম মনীষী এবং বড় নেতাদের কাট আউটে ভরে যায় চারদিক। ঘটান আরও এক কাণ্ড। প্রণব ও বরকতের লড়াই নিয়ে তখন চারদিকে মুচমুচে গুঞ্জন। বিরোধীদের হতভম্ব করে দিয়ে মঞ্চে ওই দুই নেতাকে পাশাপাশি বসিয়ে দলের ঐক্যের ম্যাজিক দেখান সোমেন।

সোমেন যে কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দেন তার এক নজির ১৯৮৪ সালের লোকসভা নির্বাচন। প্রিয়রঞ্জন সবে কংগ্রেসে ফিরেছেন। রাজীব গান্ধীকে রাজি করিয়ে তাঁকে টিকিট পাইয়ে দিলেন সোমেন। সে সময় তাঁর সঙ্গী বীরেন মোহান্তি, মিঠু রায়ের মতো অনেক বড়মাপের নেতাই আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, 'বিরাট ভুল হচ্ছে।' সোমেন হেসে জবাব দেন, '১৯৭২ সালে বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদলে আমাকে বিধানসভার টিকিট দিয়েছিল প্রিয়। আমি বেইমান নই।' ১৯৯০ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্য যুব কংগ্রেসের সভাপতি করেন রাজীব। বছর দেড়েক মমতার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক ছিল সোমেনের। কিন্তু কয়েকজন নেতা দু'-জনের সম্পর্কে ফাটল ধরিয়ে দেন। কিছুদিন পর প্রদেশ সভাপতি নির্বাচনে তাঁরা পরস্পর দুই মেরুতে চলে যান। সবাই ধরে নিয়েছিল মমতা জিতবেন, সোমেন হারবেন। অঙ্ক বদলে যায় প্রণববাবুর অনুগামীরা সোমেনকে ভোট দেওয়ায়। ২০০৮ সালে কংগ্রেসে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সোমেন যান তৃণমূলে। কিন্তু কংগ্রেসি ঘরানার গুণে দু'-জনের সম্পর্ক পাঁচ বছরের মধ্যে আস্তে আস্তে শীতল হয়ে পড়ে।

রাজনীতির দিক থেকে সোমেনের স্বর্ণযুগ নরসিমা রাও আর সীতারাম কেশরির আমল। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে লোকসভা এবং বিধানসভায় ভাল ফল করেছিল কংগ্রেস। এমনকী, পঞ্চায়েত ভোটেও। তাই পরের বছর কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁকে ওয়ার্কিং কমিটিতে নিতে চেয়েছিলেন কেশরি। কিন্তু ১৯৯৮ থেকেই সোমেনের রাজনৈতিক গ্রাফ নামতে শুরু করে। এর পরিণতিতে দশ বছর পর হতাশ সোমেনের কংগ্রেস ত্যাগ। ছ'বছর বাদে ফিরে এলেও তাঁর দলবদল ছিল এক অবিশ্বাস্য রাজনৈতিক ঘটনা। আসলে দলের জন্য সোমেন অনেক কিছু করলেও পরে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব তাঁকে গুরুত্ব দেননি। প্রদেশ সভাপতিও করতে চাননি। এই ক্ষোভ এবং অভিমানও দল ছাড়ার প্রধান হেতু। বিকল্প না থাকায় দলে ফিরে আসা সোমেনকে প্রদেশ সভাপতি করতে বাধ্য হয়েছে গান্ধী পরিবার। ব্যক্তি সোমেনের কথাও বলতে হয়। তিনি একা থাকতে ভালবাসতেন না। বিয়ে করে লোয়ার রডন স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে তাঁর রুমমেট ছিলেন ছোটবেলার বন্ধু রবু। পছন্দ করতেন তাস খেলতে। খেলার প্রিয় সঙ্গী ছিলেন বেহালার শৈলেন দাশগুপ্ত। ভালবাসতেন খেতে, খাওয়াতে। পছন্দ আমিষ খাবার। সবসময় একটি টিম নিয়ে চলতেন। তাঁর বহুকালের সঙ্গী বাদল ভট্টাচার্য। আমৃত্যু ছিলেন মাঠের বিখ্যাত জুটি 'পল্টু-জীবন'। সোমেন না থাকলে অধীর চৌধুরি রাজনীতিতে ঘেঁষতে পারতেন না। শংকর সিং চোখ ফিরে পেতেন কি না সন্দেহ। আইনের বেড়াজাল থেকে হয়তো বেরতে পারতেন না প্রদীপ ঘোষ। বামফ্রন্ট আমলেও বহু মানুষকে চাকরি দিয়েছেন, নানাভাবে সাহায্য করতে পেরেছেন। সোমেন নিত্যদিন 'দরবারে' বসতেন লুঙ্গি আর ফতুয়া পরে। দেখেছি, বৃদ্ধ এসেছেন হাসপাতালে ভর্তি হতে চেয়ে। মা চাইছেন ছেলের চাকরি। মেয়ের বিয়ের টাকা জোগাড়ের জন্য কেঁদে পড়েছেন বাবা। কনস্টেবল আর্জি রাখছেন বদলির। প্রতিদিনই এমন হরেক দৃশ্য!

মৃত্যু নেই, ১০০ শতাংশ

একের পাতার পর

আয়ুর্বেদে এমন কিছু 'অ্যান্টিকোয়াগুলেটরি' ওষুধ আছে, যা থ্রম্বোসিস ঠেকাতে সক্ষম। আর হাইপক্সিয়া মোকাবিলায় অক্সিজেন থেরাপি তো আছেই।

দিল্লির এই সরকারি আয়ুর্বেদ হাসপাতালে অবশ্য মডার্ন মেডিসিনের ডাক্তারবাবুরাও আছেন। কারও জ্বর মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে ওঁদের পরামর্শ নিয়ে প্যারাসিটামল দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে দিল্লি এইমসের চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে টেলিমিডিসিনের ব্যবস্থা হয়েছে। এমনকী, আপৎকালীন পরিস্থিতিতে রোগীকে এইমসে রেফার করার ব্যবস্থাও রয়েছে। "সেই অর্থে বলা যেতে পারে, আমরা এখানে ইন্টিগ্রেটেড থেরাপি দিচ্ছি।"- মন্তব্য অধিকর্তার। তিনি জানান, এখানে আয়ুশ চিকিৎসকরাই প্রশিক্ষণ নিয়ে অক্সিজেন থেরাপি দিচ্ছেন। সব কিছু হচ্ছে আইসিএমআর প্রোটোকল মেনে। রোগীদের মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখতেকাউন্সেলিং, রিক্রিয়েশন থেরাপিও দেওয়া হচ্ছে।

খাস রাজধানীর বুকে পঞ্চাশ বেডের এই কেন্দ্রীয় সরকারি আয়ুর্বেদ হাসপাতালে প্রথমে তেমন রোগী আসছিলেন না। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাজ করছিল। কিন্তু এখন বেশিরভাগ আসনই ভরা থাকছে। ডা. নাসেরি জানালেন, এআইআইএ-র ওপিডিতে কোভিড টেস্ট হচ্ছে। সেখান থেকেই মূলত 'পজিটিভ' রোগী ভর্তি হচ্ছে। তবে এখানকার চিকিৎসা পদ্ধতির সবচেয়ে বড় 'ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডর' দিল্লি পুলিশ। এমনটাই জানালেন এখানকার ডাক্তারবাবুরা। তাঁদের পর্যবেক্ষণ, প্রায় ৮০ হাজার পুলিশকর্মী এআইআইএ-র দেওয়া প্রোফাইল্যাক্সিস ওষুধ খেয়েছেন। ত্রিশটি বেড পুলিশের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হয়েছে। জুন থেকে এখানে কোভিড চিকিৎসা শুরু হয়েছে। একবারের জন্যও মডার্ন মেডিসিনের চিকিৎসকরা সমালোচনা করেননি। বরং সহযোগিতা করছেন, উৎসাহ দিচ্ছেন। অধিকর্তার বক্তব্য, "আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতা জানি। জানি, ক্রিটিক্যাল কেয়ারে মডার্ন মেডিসিন অনেক বেশি কার্যকর। তাই এইমসের পরামর্শ নিয়ে এখানে ক্রিটিক্যাল কেয়ার দেওয়া হচ্ছে।" শুধু এআইআইএ নয়, দিল্লিতে সব আয়ুর্বেদ হাসপাতালেই এখন কোভিড চিকিৎসা চালু। চলছে একাধিক ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। ছ'মাসের মধ্যে তার পর্ব শেষ হওয়ার কথা।

অসুস্থ সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি : ফের অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। বৃহস্পতিবার দিল্লির গঙ্গা রাম হাসপাতালে তাঁকে ভরতি করা হয়েছে। তবে চিন্তার কিছু নেই, 'রুটিন চেক আপ এবং পরীক্ষার জন্য'ই সোনিয়া হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। কংগ্রেস সূত্রে খবর, সত্তরোর্ধ্ব সোনিয়া গান্ধী জটিল রোগে ভুগছেন। চিকিৎসার জন্য একাধিকবার আমেরিকায় যেতে হয়েছে তাঁকে। এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে দিল্লির এই হাসপাতালে একবার ভরতি হতে হয়েছিল কংগ্রেস সভানেত্রীকে।

EESL এনার্জি এফিসিয়েন্সি সার্ভিসেস লিমিটেড
(বিদ্যুৎ মন্ত্রক, ভারত সরকার-এর পিএসইউএস-এর যৌথ উদ্যোগ)
ইস্টার্ন রিজিওনাল ক্লাস্টার অফিস
হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল, ইউনিট-১, ১০এফ, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১

বিজ্ঞপ্তি

এনআইটি নংঃ ইইএসএল/কোল/২০২০/এমপ্যানেলমেন্ট/সোলার পিভি/৬২ জি-এ — তারিখঃ ২৯.০৭.২০২০

কাজের নামঃ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার,ঝাড়খণ্ড এবং উঃপূর্ব রাজ্য (আসাম, অরুণাচল প্রদেশ,মেঘালয়, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মিজোরাম)-তে সোলার পিভি ভিত্তিক প্রজেক্টের জন্য বিস্তারিত প্রজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর)-এর সার্ভে, প্রস্তুতি এবং জমা দিতে এজেন্সি/কনসালট্যান্ট নথিভুক্তিকরণ।

নথি জমা দেওয়ার শুরুর তারিখঃ ০৩.০৮.২০২০ (সোমবার) বেলা আড়াইটে
নথি জমা দেওয়ার শুরুর তারিখঃ ২৪.০৮.২০২০ (সোমবার) বিকেল ৫টা

যোগাযোগ ই-মেলঃ sdutta1@eesl.co.in, টেলিফোন ০৩৩-৪৬০২২৬৭৮, ডাকদাতাদের ইওআই নথি ডাউনলোড করতে ইইএসএল অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (www.eeslindia.org)-এর টেন্ডার বিভাগ দেখতে বলা হচ্ছে এবং আরো তথ্য/আপডেট পেতে ঘনঘন দেখতে বলা হচ্ছে এবং ইইএসএল ইস্টার্ন রিজিওনাল ক্লাস্টার অফিসঃ পেট্রোকেমিক্যাল, ইউনিট-১, ১০এফ, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১-তে ইওআই নথিতে উল্লিখিত সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি জমা দেবেন।

শক্তিতে দক্ষ ভারত গঠন

WEST BENGAL
ESSENTIAL COMMODITIES SUPPLY CORPORATION LTD.
(A GOVT. OF WEST BENGAL UNDERTAKING)
11-A, Mirza Ghalib Street, Kolkata-700 087

CORRIGENDUM

No. ECSC/PDS/2020/1742/1053 Date: 30.07.2020

With reference to NIT no. ECSC/PDS/2020/1046 (KGM Oil, RRB Oil & Flour) dt.- 27.07.2020 during supply of Durga Puja Festival 2020, few corrigendum has been uploaded.

For details please refer to the E-tender site **www.wbecscegovernance.com** and **www.wbtenders.gov.in**

All other Terms & Conditions of aforesaid tender remain same.

Sd/-
Managing Director

উত্তর মধ্য রেলওয়ে, প্রয়াগরাজ

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি — ঝাঁসি ডিভিশন

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে **ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস) এন.সি রেলওয়ে, ঝাঁসি** নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনের (ই-টেন্ডারিং) মাধ্যমে সিল করা "অবাধ টেন্ডার" আহবান করছেনঃ

কাজের বিবরণ	ই-টেন্ডার নং	আনুমানিক খরচ (₹)	বায়নার টাকা (₹)	টেন্ডার ফর্মের মূল্য (₹)
সিনি ডিইএন/সেন্ট্রাল/ঝাঁসি'র অধিক্ষেত্রের অধীনে বিনা-সিথোউলি বিভাগে বিভিন্ন লুপ লাইন/প্রাঙ্গণে এলডাব্লুআরে কনভারশনের জন্য মোবাইল ফ্লাস বাট ওয়েলডিং টেকনোলজির মাধ্যমে পুরোনো এসকেভি জয়েন্টগুলি পরিবর্তন এবং ফ্রি জয়েন্টের ওয়েলডিং এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাজ।	জেএইচএস-ইএনজিজি-সি-২০২০-৯৩	₹ ৫৯৪১২৯২১.৪৮৪	₹ ৪৭১০০.০০	₹ ১০,৫০০.০০

টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখঃ ০২.০৯.২০২০-এর ১৫.০০ ঘণ্টায়, কাজ শেষ হওয়ার তারিখ/গ্রহণপত্র ইস্যু থেকে সময়সীমাঃ ১২ মাস। ●টেন্ডার অনলাইনে ০২.০৯.২০২০ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে।● সম্পূর্ণ বিবরণী এবং ডাক জমা দেওয়ার জন্য দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**

821/20 FA

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in railway northcentral@CPRONCR